দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 MAR 1993 ... পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

পাঁচ বছরের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ নিয়ে মতানৈক্য

সংসদীয় কমিটিতে শিক্ষামন্ত্রী বন্ধের পক্ষে প্রতিমন্ত্রী বিপক্ষে

।। জাফর ওয়াজেদ ।। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ৫ বছরের জন্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধ এবং শিক্ষকদের রাজনীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টির পক্ষে থাকলেও প্রতিমন্ত্রী ভিন্নমত পোষণ করেন। তবে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দমনে কমিটির সকল সদস্য একমত। গত দু'দিনব্যাপী সংসদ ভবনের ১নং স্থায়ী কমিটি কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের সংগঠন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের দেয়া এ সংক্রান্ত রিপোর্ট ও সুপারিশমালা নিয়ে আলোচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ শিক্ষাঙ্গন অন্তত ৫ বছর সকল রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের কার্যক্রমের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা, শিক্ষকদের রাজনীতি না করা, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন পদ্ধতি চালু করা, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি বাতিল, ছাত্রাবাসে সশস্ত্র গার্ড ব্যবস্থা প্রবর্তন, ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র চালু করা, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর পরিবর্তন করার সুপারিশ করেছে। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পরিষদের বৈঠকে গৃহীত রিপোর্ট ও সুপারিশ ১৭ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সই করা সুপারিশে এ বিষয়ে সংসদীয় কমিটির সাথে আলোচনা করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। গত রোববার এবং গতকাল সোমবার কমিটির বৈঠকের সুপারিশ নিয়ে আলোচনাশেষে কয়েকটি সিদ্ধান্তও নেয়া হয়। কমিটি ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র রাখা, শিক্ষাঙ্গনের আইন-শৃঙ্খলা সঠিকভাবে রক্ষার জন্য পূর্বানুমতি ছাড়া পুলিশের শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের বিষয়ে কমিটির সদস্যরা ঐকমত্য পোষণ করেন। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ পরিবর্তন করা হবে কিনা সে বিষয়ে সংসদে আলোচনার জন্য বিরোধীদলের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ছাত্র : পৃঃ ১১ কঃ ৭

ছাত্র : রাজনীতি বন্ধ করা নিয়ে মতবিরোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিরোধীদলের সদস্যরা বলেন, ২০ বছর আগে জারি করা অধ্যাদেশে যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তবে তা আলোচনার দাবি রাখে।

পরিষদের সুপারিশে দেশ ও দশের স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের রাজনীতি অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বলে উল্লেখ করে তাদের চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের যে কথা বলা হয়েছে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কয়েকজন সদস্য বলেন, শিক্ষকরা যদি রাজনীতি করতে চান তবে তাদের মহান পেশা থেকে সরে গিয়ে তা করা বাঞ্ছনীয়। কয়েকজন সদস্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজ শিক্ষকরা চাকরি ছেড়ে রাজনীতি করলেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ বাধ্য বাধকতা না থাকাই উচিত। শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতি বন্ধের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী আগ্রহ প্রকাশ করে বলেছেন, ছাত্রদের রাজনীতি গড়ে উঠবে তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ-সুবিধাকে কেন্দ্র করে।

অপরদিকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনীতি পুরোপুরি বন্ধ করা সমীচীন হবে না। দেশের শতকরা ২৫ জন শিক্ষিত লোকের মধ্যে ১০ জন সরকারী চাকরি করে। বাকিরা যদি রাজনীতিতে না থাকে তবে কেবল আইনজীবীরাই রাজনীতি করবেন, এটা হয় না। ছাত্ররা '৫২ ও '৬৯ সালে আন্দোলন করেছে। '৯০-এর আন্দোলন ছাত্রদেরই ফসল।

জাতীয় পার্টির মনিরুল হক চৌধুরী লেজুরবৃত্তির ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি করেন।

আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য আবদুর রউফ মিয়া এর বিরোধিতা করে বলেন, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা যাবে না। তবে ছাত্ররাজনীতির মানোন্নয়নের জন্য কিছু বিধি-বিধান তৈরি করা যায়। তবে তা নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপর। জামাতের শাহ মুহম্মদ রুহুল কুদ্দুস এই বক্তব্য সমর্থন করেন।

ব্যাপক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলোর উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সুন্দর করার জন্য তাদের অঙ্গসংগঠনগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সুপারিশের বিষয়ে আরো বৈঠক হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমিটি আলোচনা করবে।